বিএনপি নেতাদের প্রত্যাখ্যান, স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ

আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল এ তফসিল ঘোষণা করেন।

তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। বিএনপি নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ‘সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা করেছে। আমরা ঘৃণা ভরে এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করছি। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা এই নীল নকশাকে প্রতিহত করব এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনব।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন,’ আমরা এই তফসিলকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছ। আমরা এই তফসিল মানি না । তফসিলের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছি এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এই তফসিল কে আমরা প্রতিহত করব।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজান আলী বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা করাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বলে আশা করছি। বিএনপি জামায়াতের কোন অপচেষ্টাতেই আসন্ন নির্বাচন বানচাল হওয়া সম্ভাবনা নেই। তারা অবরোধ দেখে নিজেই মাঠে থাকে না হঠাৎ কোনো নাশকতা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন বলেন, ‘সংবিধানের যে নিয়ম এই নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এসেছে। এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি এই তফশীল মেনে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণ যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা পরিবর্তন করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা এবং জনগণকে নিয়েই দাবি আদায় করা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। বিএনপি জামায়াত যদি নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়েই তা প্রতিহত করবে। ‘

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য মোহাঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আজকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। এটা জাতির জীবনে প্রত্যাশিত একটি দিন। সমগ্র জাতি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তফশিল নিয়ে সকলে উদ্বিগ্ন ছিল কখন এই তফসিলটি ঘোষণা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এই তফশিল ঘোষণার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। আশা করছি আগামী সংসদ নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। এবং সেই নির্বাচনে জনগণ নৌকার পক্ষেই মত দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, সংবিধান সমুন্নত রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। আমি এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রতিক্রিয়া জানার জন্য জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদকে ফোন দিয়ে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তাই বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

‘রাজনীতির সাথে ত্যাগের সম্পর্ক রয়েছে, ভোগের নয়। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জেলা পরিষদে কোন দূর্ণীতি নাই, টেন্ডার বাজী নাই।’

গতকাল বুধবার ১৫ নভেম্বর দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে

আয়োজিত মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ সদস্যগণদের দায়িত্ব ভার গ্রহণের ১ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহা. আব্দুস সালাম।

এসময় তিনি আরও বলেন, ‘৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ সদস্য হিসাবে এই দলটি করছি। আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আপনাদের সেবা করতে চাই। গত বছরের ১৭ অক্টোবর ভোটে জয়লাভ করে, আজ থেকে ১ বছর আগে আমি জেলা পরিষদের দায়িত্ব নিই। আজ আমি আপনাদের কাঠগড়ায়। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এখন আপনারাই বলবেন আমি কতটুকু করতে পেরেছি। যদি নেতা হতে নাও পারি তবুও কর্মী হিসেবেই আজীবন জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবো।’

জেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণের বর্ষপূর্তির আলোচনা সভায় সংরক্ষিত আসন-২ (গাংনী)র সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনার সঞ্চালনা এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা. আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান ও জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহীন। প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তিনি অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেননি।

এসময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের সকল সদস্য সহ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্যগন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন ও মেম্বারগন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের আনন্দ র্যালী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় আনন্দ র্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে আজ বুধবার (১৫ নভেম্বর) রাত আটটার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টার চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থান এসে শেষ হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, যুব মহিলা লীগের সভাপতি লতিফন নেতা লতা প্রমুখ।

মুজিবনগরে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ

মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিল এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিশেষ বরাদ্দ থেকে অগ্নিকান্ডে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যাবস্হাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আয়োজনে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে হত দরিদ্র উপকারভোগীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য ও পেনেল চেয়ারম্যান বাবুল মল্লিক।

আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পক্ষ থেকে হতদরিদ্র মানুষের জন্য যে সমস্ত সাহায্য ও সহযোগিতা করা হচ্ছে সেসব বিষয়ে তুলে ধরা হয়।

আলোচনা সভা শেষে ১১৭ জন হতদরিদ্রদের মাঝে ১১৯ বান্ডিল ঢেউটিন এবং বান্ডিল প্রতি ৩ হাজার টাকা করে ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

৫ম দফার অবরোধ সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

বিএনপি’র ডাকা অবরোধের পঞ্চম ধাপের প্রথম দিনে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বুধবার সকাল ছয়টার সময় মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোডে জেড কে ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় যেয়ে শেষ হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস মিছিলটির নেতৃত্ব দেন। অবরোধের কারণে সকাল থেকেই সীমিত আকারে আন্ত: জেলা বাস চলাচল করলেও মেহেরপুর থেকে ঢাকা গামী পরিবহন ছেড়ে যায়নি। তবে ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরিন যান চলাচল রয়েছে।

মেহেরপুর জামায়াতের আমির তাজ

উদ্দিনকে মাদ্রাসা থেকে সাময়িক বরখাস্ত

কারা অন্তরিন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খাঁনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা।

গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব। মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী (শিক্ষক)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেন খাঁনের ছেলে।

মাওলানা তাজ উদ্দিনকে গত ১ নভেম্বর মুজিবনগর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। এর পর থেকে তিনি কারাগারে হাজত বাস করছেন। তার বিরুদ্ধে নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন আইনে মেহেরপুর সদর থানায় দুটি, গাংনী থানায় এবং মুজিবনগর থানায় ৬টিসহ ৯টি মামলা রয়েছে। সবগুলো মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মাওলানা তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৯টি মামলার অধিকাংশ মামলা নাশকতা ও বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনে। মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম ও নজির আহমেদ জানান, সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খাঁনের নামে অনেকগুলো মামলা চলমান থাকায় তাকে মাসের অনেক দিন আদালতে হাজিরা দিতে হয়। একই সঙ্গে আদালতে হাজিরার দিনও তিনি মাদ্রাসাতেও হাজিরা দেন। এনিয়ে অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। অন্যান্য শিক্ষকরা প্রতিদিন যথানিয়মে মাদ্রাসা হাজিরা দিলেও মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মামলার হাজিরা দেখিয়ে অনেক দিন মাদ্রাসাতে দুপুরে হাজিরা দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী, তিনি ছুটি নিয়ে আদালতে হাজিরা দেবেন। একই ব্যক্তি একই দিনে দু যায়গায় হাজিরা দিতে পারেন না।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালে ১৩ ফেব্রয়ারি গাংনী থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি (যার নম্বর -১১/৩০), সদর থানায় ২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর একটি (যার নম্বর-৫) এবং চলতি বছরের ৩০ জুলাই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আরও একটি মামলা দায়ের হয় (যার নম্বর-

৪৮)। এই মামলায় বর্তমানের তিনি হাজত বাস করছেন।

মুজিবনগর থানায় চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা (যার নম্বর -১১), ২০২১ সালের ১ এপ্রিল বিষ্ফোরক আইনে একটি মামলা যার নম্বর-১/৩৩, ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর (যার মামলা নম্বর-১), ১৩ সেপ্টেম্বর (যার মামলা নম্বর-৫), ৭ ফেব্রুয়ারি যার মামলা নম্বর-২) এবং ২০০৭ সালের ১৩ এপ্রিল একটি মামলা হয় (যার মামলা নম্বর-৫)।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, সুনির্দিষ্ট মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বর্তমানে ৯টি মামলা চলমান রয়েছে। নাশকতা, বিষ্ফোরক দ্রব্যসহ মারামারির মামলাও রয়েছে।

মানিকনগর ডিএইচএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, গত ১২ নভেম্বর মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরখাস্তের চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও বলেন, মানবিক কারণে তাকে আদালতে হাজিরার দিনগুলোতে একটু ছাড় দেওয়া হয়। আমি ২০১৮ সালে যোগদান করার পর এবার দিয়ে তাকে দুই বার সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

অ-মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর প্রক্রিয়া আমরা মানবো না- ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক

‘আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত করার প্রতিবাদ করছি না। প্রতিবাদ করছি যারা কোন কাগজ না থাকা সত্ত্বেও অনলাইনে (ক) তালিকাভুক্ত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে। এভাবেই কিছুদিন আগে একজন

অমুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর চেষ্টার প্রতিবাদ করতে যেয়ে ইউএনও অফিসে আমি হেনস্থার শিকার হয়েছি।‘

মেহেরপুরে ৪৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে কথাগুলি বলেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অবঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘২০১৭ সালে মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জেলা ও উপজেলা কমান্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর থেকে জেলা প্রশাসক ভারপ্রাপ্ত জেলা কমান্ডার এবং ইউএনও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সেই থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অমুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা বানালে, আর তারা আমাদের সামনে এসে চেয়ারে বসলে সেটা আমরা মেনে নেব না। ব্যাপারটি নিয়ে আমি আগেও প্রতিবাদ করেছি, ভবিষ্যতেও এর প্রতিবাদ করব।‘

গতকাল মঙ্গলবার সকাল এগারটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার সাধু বার্নবার চার্চে মিলনায়তনে কোরআন তেলয়াত, গীতা পাঠ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহনে এই শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেকের (অবঃ) সভাপতিত্বে ও ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় শান্তি সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করে বলেন আমরা দেশকে স্বাধীন করেছিলাম শুধু ভালোবেসে। পাকিস্তানের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই দেশ স্বাধীন করেছিলাম, আজ সেখানে আমরাই পরাধীন। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, তারাই আজ বড় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা ভাতা পায়। বড় বড় চেয়ার পায়। সরকারি দলের নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকে। তাদের মতের বিরুদ্ধে কথা বললে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শহীদ হয়েছে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জামায়াত-শিবির আক্ষায়িত করে কটাক্ষ ও অপমানিত করে।

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সুলতান আহমেদ বলেন, আজ স্বাধীনতার ৫২ বছর পর যদি নতুন নতুন পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করা হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হতেই থাকবে।‘

মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান বলেন, ‘কোন নেতার ডাকে আমি

মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ২০ হাজার টাকা ভাতা পেতে আমি মুক্তিযুদ্ধ করিনি। এই ভাতার জন্যই এখন মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩-৪ টি দল হয়ে গেছে।‘

শান্তি সম্মেলনে আলোচনা সভার সঞ্চালক ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, ‘বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনেক কিছুই করেছে, ভবিষ্যতে আরও করবে। বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।আমরা কোন নেতার পক্ষ নেব না। যে নেতা নৌকা নিয়ে আসবে তার পক্ষেই থাকবো। কিন্তু আফসোস আজ পর্যন্ত মেহেরপুরের কোন এমপি বা মন্ত্রি আমাদের ডেকে, একসাথে বসে কখনো কথা বলেনি। এমনকি আমাদের সমস্যার কথা শোনার ইচ্ছাও পোষণ করেনি।‘

জেএমবি’র হামলায় নিহত ২ বিচারককে স্মরণ করলো মেহেরপুর বিচার বিভাগ

ঝালকাঠিতে ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) বোমা হামলায় নিহত সিনিয়র সহকারী জজ শহীদ সোহেল আহম্মেদ ও জগন্নাথ পাঁড়েকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলো মেহেরপুরের বিচার বিভাগ।

আজ মঙ্গলবার ১৪ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩ টায় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে বিচার বিভাগ মেহেরপুরে কর্মরত বিচারকবৃন্দ, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং আদালতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে নিহত ২ বিচারকের স্মরণে শোকসভা, নীরবতা পালন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এর আগে আদালত প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত নিহত দুই বিচারকের

প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ জানান, নিহত বিচারকদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবন মিলনায়তনের নাম ‘জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তন’ রাখা হয়েছে।

এসময় তিনি আরো বলেন, ‘মামলাটি বিচারকালে ৪৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং এজারভুক্ত সকল আসামীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। বিচারক হত্যা মামলার মামলার পিপি মোঃ হায়দার হোসেনকেও পরবর্তীতে জেএমবি’র সদস্যরা হত্যা করে। যার প্রেক্ষিতে আরেকটি মামলা দায়ের হলে সেই মামলাতেও ৫ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।’

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহিদুল্লাহ্’র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, যুগ্নু জেলা ও দায়রা জজ-১ম শাহিনুর রহমা, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় এইচ এম কবির হোসেন, সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম ও মোঃ নাহিদ হোসেন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহার, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আল-আমীন জয় ও মোঃ জাহিদুর রহমান, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ.ম. ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েলসহ মেহেরপুর জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

মুজিবনগরে ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP), অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এর আয়োজনে সামাজিক প্রচার কর্মসূচির আওতায় মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় উপজেলা প্রশাসন, মুজিবনগর ও SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে,উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন ও জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের SEIP প্রকল্পের সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি।

এ ছাড়াও উপস্হিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত, ভিজুয়াল কমিউনিকেশন লিমিটেড এর ওয়ার্কশপ ফ্যাসিলিটেটর জাহাঙ্গীর আলম বর্ণমালা কমিউনিকেশন লিমিটেডের কনসালটেন্ট জিল্লুর রহমান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী জনপ্রতিনিধি সাংবাদিক ও সুধীজন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক হাবিব-উল্লাহ বিদায়

সংবর্ধনা

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তন রুমে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক মহিবুর রহমান মিন্টুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন (ভার্চুয়ালী) কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এ এস এম ইমন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য নকিম উদ্দিন।

এ সময় বিদায়ী সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহকে নিয়ে আবেগময় ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী সহ সহকারী সকল শিক্ষকগণ।

তিনি ২০০৭ সালে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ দিন সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে গত ১০/১১/২৩ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বিদায় সংবর্ধনা শেষে মাইক্রো যোগে তাকে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে তার নিজ বাড়ি হোগলবাড়ীয়া গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ সময় কলেজের সকল সরকারী অধ্যাপক, কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন বিদায় সহকারী অধ্যাপক হাবিব উল্লাহ।